দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

025
তারিখ 27 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

মুসলিম বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান

মুহিউদ্দীন খান

অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মোকাবেলায় মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বোধগম্য স্বচ্ছ-সবাবলীল ভাষা জ্ঞান। ভাষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ তোমাদের গাত্রবর্ণ এবং ভাষার বিভিন্নতাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিদর্শন বিশেষ।

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই মাতৃভাষা যে নিতান্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব, এ পরম সত্যটি ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

ঃপ্রত্যেক নবীকেই আমি তার কওমের ভাষার বুৎপত্তি দিয়ে প্রেরণ করেছি; যেন তিনি তাঁর লোকজনকে ভালভাবে বোঝাতে পারেন।

আল্লাহপাক তাঁর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বাণী দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ভাষার মূল উৎস বা জননী আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। আরবী যে দুনিয়ার সকল ভাষারই মূল উৎস এবং প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে আরবী ভাষার বীজ সুপ্ত হয়ে আছে, এটা বৈজ্ঞানিভাবে পরীক্ষিত সত্য। দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলের একেবারে নিরক্ষর একটি লোকের পক্ষেও খুব অল্প আয়াসে কলেমা, তকবীর, নামাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দোয়া কালাম এবং আরবী ছুরা-কেরাআত শুদ্ধ উচ্চারণে আয়ত্ত করা এবং আমরণ তা স্মরণ রাখার আশ্চর্যজনক ঘটনাই উপরোক্ত তথ্যের একটা জোরদার প্রমাণ। যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি বা অল্প বয়স্ক শিশুকে হয়ত অন্য কোন ভাষার কয়েকটি বাক্য প্রচুর আয়াস-সাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখানো যেতে পারে; কিন্তু সে বাক্যগুলো ষোলআনা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করা কিংবা আমরণ স্মৃতিতে ধরে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা একমাত্র বনী-আদমের মূল ভাষা আরবীরই একক বৈশিষ্ট্য এবং পবিত্র কোরআনের একটি লক্ষ্যণীয় মু'জেযা। প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ কিতাব পবিত্র কোরআনের, ভাষা আরবীর বীজ যে প্রত্যেক আদম সন্তানের অন্তরেই সুপ্ত হয়ে আছে, এটা যেমন উপরোক্ত প্রমাণ থেকে কিছুটা বোধগম্য হয়, তেমনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভাষারই যে মূল উৎস আরবী এবং নানা বিকৃতির মাধ্যমে আরবী শব্দ ভাণ্ডার ও হরফই যে দুনিয়ার সব

অনেক গবেষক প্রমাণ করে দিয়েছেন। এঁদের একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে, অক্ষরের আবিষ্কার যে দজলা-ফুরাততীরেই হয়েছে, এবং বর্তমানে অধিক প্রচলিত রোমান হরফের আদি উৎসও যে প্রাচীন মেসোপটোমিয়া এ তথ্য তো সর্বজন স্বীকৃত।

ইসলাম যখন দিগ্বিজয়ী শক্তিরূপে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র চড়িয়ে পড়ে, তখনকার আরবী ভাষা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিজীত কোন জনগোষ্ঠীর ভাষাই আরবী ভাষার ধারে কাছে আসারও যোগ্যতা রাখতো না। তখন বিজয়ী মুসলমানগণ ইচ্ছা করলেই অধিকৃত সমগ্র এলাকায় একমাত্র আরবী ভাষারই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। কারণ, পবিত্র কোরআনই তাঁদেরকে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল। ফলে, ইসলাম পারশ্যে প্রবেশ করার পর সে দেশের নিতান্ত অনুন্নত কথ্য-ভাষা পাহলভীকে মুসলমানগণ পর্যাপ্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুসমৃদ্ধ ফারছী ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। মুসলমানদের যত্নে ও সাধনায় ফারছী যে কতটুকু সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, সেটা নতুন করে বুঝিয়ে বলার বোধ হয় মোটেও প্রয়োজন নেই। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে তুরস্কের তুর্কী, মধ্য এশিয়ার উজবেক ও তাজিক, আফ্রিকার সোহেলী, ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ইন্দোনেশী, মালয়ের মালয়ী, কুর্দিস্তানের কুর্দি, আফগানিস্তানের পশতু প্রভৃতি সবগুলো ভাষার বেলাতেই। ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল থেকে বঙ্গভূমিতে যখন মুসলিম আধিপত্যের শুরু, তখন থেকেই যে এই গাঙ্গেয় উপত্যকার সাধারণ মানুষের মুখের জবান বাংলা ভাষারও অগ্রগতির সূচনা, এ তথ্যও তো ইতিহাসে সর্ববাদিসম্মতরূপেই স্বীকৃতি।

আলমে-ইসলামের সার্বজনীন ভাষা আরবী। প্রত্যেক মুসলমানকেই ফরযরূপে

ছাড়া আরবী একটি সম্প্রসারণশীল জীবন্ত ভাষারূপে গত চৌদ্দ শতাব্দি ধরেই বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করে আসছে। আরবী বাদে মুসলিম জাহানে আরও যে কতকগুলো ভাষা রয়েছে এবং প্রধানতঃ মুসলমানদেরই যত্ন ও সাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেঃ ফারছী, তুর্কী, কুর্দি, সুদানী, সোহেলী, পশতু, উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মিরী, গুজরাটী, বাংলা, ইন্দোনেশীয়, মালয়ী, তাজিক, উজবেক ও সুমালী ভাষা। তাছাড়া, বিপুল পরিমাণ মুসলমান ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, চৈনিক, হিন্দী, সিঙ্গাপুরী, অহমিয়া, তামিল ও সিংহলী ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন। উল্লেখিত প্রত্যেকটি ভাষাতেই পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক তরজমা এবং বিপুলসংখ্যক ইসলামী পঠন সামগ্রীও রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই ভাষাগুলোর প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপক সাধনের ফলে এগুলোতে পবিত্র কোরআন হাদীসের জবান আরবী ভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দমালা ও ভাবসম্পদ এগুলোতে সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অনেকগুলো ভাষাই একে অপরের প্রচুর শব্দ আত্মস্থ করে নিয়েছে। পারস্পরিক এ আত্মস্থকরণের হার গড়ে প্রায় শতকরা ষোলভাগ বলে জানা যায়।

বিশ্ব-মুসলিম সংস্থা 'মোতামার আল-আলম আল-ইসলামী'র কালচারাল শাখার এক জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, আলমে ইসলামে বহুলভাবে প্রচলিত ভাষাগুলো কোরআন হাদীসের ভাষা আরবী থেকে শব্দসম্ভার গ্রহণ করেছে নিম্নোক্ত হারে।

ফারছী শতকরা চৌষট্টি ভাগ, সোহাইলী শতকরা একাত্তুর ভাগ, উজবেক ও তাজিক শতকরা চৌত্রিশ ভাগ, সোমালী শতকরা সত্তুর ভাগ, সুদানী শতকরা ষাট

শতকরা চুয়ান্ন ভাগ, পশতু শতকরা ত্রিশ ভাগ, সিন্ধী শতকরা ছাব্বিশ ভাগ, উর্দু শতকরা ত্রিশ ভাগ, ইন্দোনেশী শতকরা আটত্রিশ ভাগ, মালয়ী শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ, গুজরাটী শতকরা আটাশ ভাগ এবং বাংলা শতকরা প্রায় আঠারো ভাগ।

এসব ভাষা ব্যবহারকারী মুসলিম জনসংখ্যা নিম্নরূপঃ

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান	বারো কোটি
ইন্দোনেশীয় " "	প্রায় আট কোটি
মালয়ী " "	প্রায় তিন কোটি
সোহেলী " "	ছয় কোটি
উর্দু " "	প্রায় সাড়ে ছয় কোটি
পশতু " "	দেড় কোটি
ফারছী " "	প্রায় তিন কোটি
তুর্কী " "	সাড়ে ছয় কোটি

এছাড়া অন্য সবগুলো ভাষাভাষী মুসলমানদের জনসংখ্যা এক কোটির নীচের অংকে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আরবী ছাড়া আর যে আটটি প্রধান ভাষা সমগ্র আলমে-ইসলামে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোটির সংখ্যার উপরে মুসলমানগণ সেগুলো ব্যবহার করছেন, তার মধ্যে সবার শীর্ষদেশে রয়েছে বাংলা ভাষা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুনাচল প্রভৃতি এলাকার অন্ততঃ আঠারো কোটি লোকের ভাষা বাংলা। এরমধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কোন অবস্থাতেই বারো কোটির কম নয়। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয় যে, আরবীর পর আলমে-ইসলামের এক নম্বর ভাষা বাংলা। ইসলামী সম্মেলন-সংস্থা এ পর্যন্ত পাঁচটি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওআইসি'র কালচারাল শাখা আরও আটটি ভাষাকে উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। সে সব ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন-হাদীসের তরজমাসহ যে সব ইসলামী পঠন সামগ্রী রচিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ব্যাপক খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষা আজও পর্যন্ত তাদের উন্নয়ন কর্মসূচী ও অনুসন্ধান

তালিকার বাইরে রয়ে গেছে।

তুলনামূলকভাবে সবচাইতে বেশীসংখ্যক মুসলমানের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা আলমে-ইসলামে কেন যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না, এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করতে গিয়ে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে, বাইরের দুনিয়ায় আমাদের পরিচিতির অভাব। উপমহাদেশেরই আর একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং একান্তভাবে মুসলমানদেরই ভাষা উর্দুতে বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্ভার খুব কমই অনূদিত হয়েছে। উর্দু, হিন্দী, কিংবা বাইরের ইংরেজী, ফরাসী বা আরবী ভাষায় এ পর্যন্ত বাংলা ভাষার পরিচিতিমূলক কোন পুস্তিকাও রচিত হয়েছে কি-না, তা আমার জানা নেই। এক সময় মরহুম মাওলানা নূর মুহম্মদ আজমী উর্দু ভাষায় নজরুল ইসলামের বেশ কিছুসংখ্যক কবিতার অনুবাদ করে ছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন উর্দু সাময়িকীতে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু সে সব কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এখন বিলীন হয়ে গেছে।

ষাটের দশকে প্রখ্যাত উর্দু সাংবাদিক রফী আহমদ ফেদায়ী নজরুলের "মৃত্যু ক্ষুধা" বইটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে বইটির অস্তিত্ব আজ আর নেই।

১৯৮০ সনে ইরাক সরকারের দাওয়াতে বাগদাদ সফর করার সুযোগ হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লা। আমরা দু'জনে মিলে নজরুলের বিখ্যাত "শাতিল আরব" কবিতাটি আরবীতে তরজমা করে বাগদাদের সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের আরবী সাপ্তাহিক 'আলেফ-বা'-তে ছাপতে দিয়েছিলাম। আমাদের সে তরজমা নিঃসন্দেহে মানোত্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চমৎকার একটা সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ কবিতাটি তাঁরা পত্রস্থ করেছিলেন। আর সেই সুবাদেই অনেক বিখ্যাত কবি-লেখক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের সাথে আলাপ করে যতটুকু

জেনেছিলাম, তা হচ্ছে, একমাত্র "টেগোর" ছাড়া বাংলা ভাষায় আরও কেউ কিছু লিখেছেন, এ ভাষায় আরও কোন ভাল বই-পুস্তক বের হয়েছে, এ খবর তাঁরা খুব একটা রাখেন না। ইদানীং ইংরেজী, রাশিয়ান, চেক ও ফরাসী ভাষায় কিছু কিছু বাংলা কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের তরজমা হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু এসব তরজমা দ্বারা মুসলিম বিশ্বে বাংলা ভাষার বাঞ্ছিত আসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মোটেও আশা করা যায় না।

বাংলা যে মুসলিম উম্মাহরই একটি সমৃদ্ধ ভাষা, আর জনসংখ্যার বিচারে সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা, এ তথ্য মুসলিম জাহানের সর্বত্র ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য সাধারণভাবে উপরোল্লেখিত আলমে-ইসলামের আটটি প্রধান ভাষায় এবং বিশেষভাবে আরবী ও উর্দুতে আমাদের সাহিত্য সম্ভারের যেমন ব্যাপক অনুবাদ করা দরকার; তেমনি, এদেশের জ্ঞানী-গুণী ও সাধকগণের অবদান সম্পর্কে ও ব্যাপক পরিচিতি তুলে ধরা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় ইসলামী পঠন সামগ্রীর ভাণ্ডার কতটুকু সমৃদ্ধ, এদেশের আলেম ও সাধকগণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার মত কোন অবদান সৃষ্টি করেছেন কি-না, এসবের পরিচিতি তুলে ধরাও অপরিহার্য।

আমার জানামতে সাম্প্রতিককালেরই একজন মনীষী পুরুষ মুফতী সৈয়দ আমীনুল এহসান যিনি গত চুয়াত্তর সনের শেষভাগ নাগাদ জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের খতীব ছিলেন, তাঁর রচিত একাধীক আরবী বই ভারত, পাকিস্তান এবং মিসরে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এ দেশের কোন প্রতিষ্ঠান সে মূল্যবান বইগুলো প্রকাশ করতে পারলো না। অনুরূপ আরও অনেক দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধক ব্যক্তির যে কত পাণ্ডুলিপি দিনের মুখ দেখার আকুতি নিয়ে মাথা কুটে মরছে, তার হিসাব কে রাখে।

বলছিলাম, বাংলা ভাষা আরবীর পরই আলমে-ইসলামের সর্বপ্রধান ভাষা এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ। মাতৃভূমি ও আমাদের মায়ের ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের কথা শুধু মৌখিকভাবে দাবী করলেই চলবে না। আমাদের দেশ ও ভাষাকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথার্থ গরজবোধেরও যে প্রয়োজন রয়েছে, তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।